বালকের স্কুল যাত্রা, জেনারেল মঈন'এবং 'র'

অনেকদিন আগে, একটা গল্প শুনেছিলাম, গল্পটা হলো, বৃষ্টির দিন দেরীতে ক্লাশে উপস্থিত হওয়ার কারন শিক্ষক জানতে চাইলে ছাত্র বলল, স্যার আজকে রাস্তা এত পিচ্ছিল ছিল যে, এক পা আগালে, দুই পা পিছনে চলে যাচ্ছিলাম! তখন স্যার জিজ্ঞেস করল, তাহলে স্কুলে পৌছালে কি ভাবে? তখন ছাত্রটি উত্তর দিল, আমি বাসা থেকে বের হয়ে, বাসার দিকে হাটা দিলাম আর পেছাতে পেছাতে স্কুলে এসে পৌছলাম!

গল্পটা জেনারেল মঈন (অবঃ) এর ১/১১ পরে, পরিকল্পনাবিহীন ও অর্ধসমাপ্ত কার্যকলাপের ফলে দেশ, রাজনীতি ও অর্থনীতি'র এক পা সামনে ও দুই পা পেছনে চলে যাওয়ার মত অবস্তা থেকে মনে হচ্ছিল।

১/১১ র পর সমগ্র জাতি আশা করেছিল, এইবার সেনাবাহিনী, সব না হলেও অন্তত অনেক অসাধু ব্যাবসায়ী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দূর্নিতীপরায়ন আমলা ও রাজনিতীবিদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদান করবে। যার ফলে ভবিষ্যতে, অন্তত বেশ কিছু বছর অসাধু ব্যাবসায়ী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, আমলা ও রাজনিতীবিদের হাত থেকে জাতি পরিত্রান পাবে। সেনাবাহিনী জাতির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ অনেক মসৃন করে দিয়ে যাবে।

কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, অনেক সৎ ও নিবেদিত প্রান সামরিক অফিসারের অক্লান্ত চেষ্টা সত্তেও, শুধুমাত্র জেনারেল মঈন (অবঃ) দুর্বলতা, পরিকল্পনাহীনতা ও সামগ্রিক ব্যার্থতার জন্য, সামগ্রিক পরিস্থিতি'র উন্নতির বদলে অবনতি হয়েছে। বড় দুই দলের রাজনীতিবিদ'রা এখন উপর দিক দিয়ে রাজনৈতিক বিরোধিতা করলেও, পরস্পরের সাথে ব্যাক্তিগত ভাবে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছেন এবং তুলছেন! যেমন সালমান রহমান এর ছেলের সাথে মোর্শেদ খান এর মেয়ের বিয়ে বা শেখ সেলিমের ছেলের সাথে বি এন পি'র সাবেক মন্ত্রী টুকুর মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে। দুই দলের প্রায় সকল নেতা/নেত্রীবৃন্দ এখন বুঝতে পেরেছেন যে, 'বাই রোটেসন' আমরাই ক্ষমতায় থাকবো, তাই মিলে মিশে ক্ষমতায় থাকাই ভাল।

জরূরী অবস্থার সময়ে জেনারেল মঈন (অবঃ) কাজ কর্মে, কথাবার্তায়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, পরিকল্পনাহীনতা ও দৃঢ়তার অভাব খুবই সুস্পষ্ট। তিনি যেমন একদিকে অনেক সৎ ও নিবেদিত প্রান অফিসারকে, প্রতিহিংশা ও দূর্নীতিপরায়ন কিছু রাজনীতিবিদ'দের সামনে'এক্সপোজ' করেছেন, তেমনি তোফায়েল, রাজ্জাক, মান্নন ভূঁইয়ার মত অনেক প্রবীন রাজনীতিবিদ'কে গাছে তূলে মই কেড়ে নিয়েছেন। তাই আমরা এখন একদিকে দেখতে পাই, মওদুদ, সাকা ও শেখ সেলিম' এর মত রাজনীতিবিদ'রা এখন সেই সব সৎ ও নিবেদিত প্রান সামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের দাবীতে সোচ্চার! তোফায়েল, রাজ্জাক, মান্নন ভূঁইয়ার মত অনেক প্রবীন রাজনীতিবিদ'দের রাজনৈতিক অপমৃত্যুর ফলে, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত রাজনীতিবিদ খুঁজে পাওয়া দূস্কর হবে।

সেনাপ্রধান জ়েনারেল মঈন (অবঃ) এর ব্যার্থতার দায় সবচেয়ে বেশী বহন করতে হয়েছে এবং হচ্ছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে। জরুরী অবস্থার সময়, সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা, ডি, জি এফ, আই কে দিয়ে টেলিভিশন চ্যানেল ক্রয় করা এবং অতীতের দুই সেনাপ্রধানের ন্যায় নিজের রাজনৈতিক দল গঠন করার চেষ্টার ফলে, ডি, জি এফ, আই, তার মূল দ্বায়িত্ব থেকে দূরে সরে যায়। জ়েনারেল মঈন (অবঃ) এর ডান হাত বলে পরিচিত, রাজনৈতিক দল গঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডি, জি এফ, আই এর অফিসার ব্রিগেডিয়ার বারি, ‘আত্মস্বীকৃত খুনী’ কর্নেল রশীদ এর মেয়ে মেহনাজ রশীদ এর সাথে পরকীয়ায় মেতে উঠেন এবং এক পর্যায়ে তাকে গোপনে বিয়ে করেন! একইভাবে ডি, জি এফ, আই এর আরো কিছু অফিসার ব্যাক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নেমে পড়েন।

ফলে জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে, ডি, জি এফ, আই এর দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস্ পায়। জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়ার পরপরই ঘটে বি, ডি, আর বিদ্রোহ, যা কিনা অনেক দিনের পরিকল্পনার’ই ফল। স্বাভাবতই, আসল কাজ বাদ দিয়ে, অন্য কাজে ব্যাস্ত থাকার কারনে, ডি, জি এফ, আই এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কোন আগাম তথ্যই দিতে পারেনি। যার পরিনতীতে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে’ই দিতে হয় চড়া মাশুল।

প্রায় একই সময়ে পাকিস্তানে, আমেরিকান ‘থিংক ট্যাংক’ উদ্ভাবিত ‘মাইনাস টু’ ফরমুলা অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ সৌদি আরব থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং জেনারেল মোশাররফ নির্বাচন এর ঘোষনা দিতে বাধ্য হন। জ়েনারেল মঈন (অবঃ) এর ও ঘোর কেটে যায় এবং অনেকটা তড়িঘড়ি করে নির্বাচন এর ঘোষনা দিতে বাধ্য হন। এ যেন সাপ ও মরলোনা, অথচ লাঠি’ও ভাংলো অবস্থা।

জ়েনারেল মঈন (অবঃ) এর এইসব ‘মিস এডভেঞ্চার’ এর ফলে একই সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী,সাধারন মানুষের চোখে লক্ষহীণ ও দূর্বল ‘কাগূজ়ে বাঘ’ বলে প্রতীয়মান হয়। জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী’র জরুরী অবস্থা পরবর্তী অবস্থান, ১/১১’র, আগের চেয়ে অনেক দূর্বল হয়ে পরে। জরুরী অবস্থার সময় যেই সব সৎ ও নিবেদিত প্রান সামরিক অফিসাররা, দূর্নীতিপরায়ন রাজনীতিবিদ’দের বিরূদ্ধে লোভ লালসার উর্দ্ধে থেকে, আপোষহীন ভাবে তদন্ত কাজ পরিচালনা করেছিলেন, আজ সেই সব অফিসাররা হতাশা এবং আতংকে ভূগছেন।

মূখে ও আত্মপ্রচারমূলক বই’য়ে বড় বড় কথা বললেও, বাস্তব জীবনে স্বার্থসিদ্ধি ও মাথানত করার ক্ষেত্রে জ়েনারেল মঈন (অবঃ) এর তূলনা পাওয়া ভার! তাই আমরা দেখতে পাই যে জরুরী অবস্থার ঠিক পর পরই (জরুরী অবস্থার সময়ে অভিযুক্ত), বসুন্ধরা গ্রুপ এর প্রধান এর কাছ থেকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর পক্ষে, জ়েনারেল মঈন (অবঃ) কে নির্লজ্জের মতো কোটি টাকার চেক গ্রহন করতে। বি, ডি, আর বিদ্রোহের সময় জ়েনারেল মঈন (অবঃ) এর সিদ্ধান্তহীনতা ও কাপুরষতা’র কারনেই বেশ কিছু অফিসারের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

১/১১'র ঘটনার মাধ্যমে জাতিকে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য'র হাত থেকে রক্ষা করার একক কৃতিত্ব দাবী করলেও, ওয়াকিবহাল মহল জানেন যে, ততকালীন নবম ডিভিশনের জি, ও, সি এবং বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত লেঃ জেঃ মাসুদ'ই 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' এর মত, ১/১১ এর প্রকৃত রূপকার! এই কারনেই জেনারেল মঈন (অবঃ), সেনাবাহিনীতে অফিসারদের কাছে অনেকবেশি এক্সেপ্টেবল ও কম্পিটেন্ট বলে পরিচিত, লেঃ জেঃ মাসুদ'কে প্রসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেন, তার নিজের ভবিষ্যতের ক্ষমতার রাস্তা 'ক্লিয়ার' করার জন্য।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, নতজানু ও দুর্বলচিত্ত, জেনারেল মঈন (অবঃ) ই এক মাত্র সেনাপ্রধান যিনি, বি, এন, পি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আওয়ামী লীগ, এই তিন সরকারের আমলেই সেনাপ্রধান হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করেন। জেনারেল মঈন (অবঃ) তার উত্থান ও কার্যকলপের মধ্য দিয়ে আরেকবার প্রমান করলেন, "সবাই সিংহ'র প্রশংসা করলেও, গাধা'কেই বেশী পছন্দ করে"।

'র' (Research and Analysis Wing, RAW) কানেকশানঃ জরুরী অবস্থা'র সময়, জেনারেল মঈন (অবঃ) ভারত সফরে যান এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী'র পক্ষ থেকে বেশ কিছু, সম্ভবত দশটি, ঘোড়া উপহার হিসাবে গ্রহন করেন। তার পর থেকেই একটি দল, জেনারেল মঈন (অবঃ) কে, 'ঘোড়া মঈন' নাম দেন এবং তার বিরুদ্ধে ভারতীয় কানেকশান এর অভিযোগ উত্থাপন করেন!

জেনারেল মঈন (অবঃ) ঘোড়া না গাধা, সে নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু, ইদানীং অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন যে জেনারেল মঈন (অবঃ) ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর এজেন্ট ছিলেন!! এইটি একটি ভীষন গুরুতর অভিযোগ এবং এটা 'ঘোলা পানিতে মাছ শিকার' করার'ই অপচেষ্টা এবং তাই এই নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

জাতিগতভাবে আমাদের একটি সমস্যা হলো, আমরা যখন কারো প্রশংসা করি, তখন তাকে একেবারে আকাশে তূলে ফেলি, আর যখন সমালোচনা করি, তখন তাকে মাটি'র নিচেও নয়, একেবারে ডাস্টবিন এ ছূড়ে ফেলি! বংগবন্ধু, জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা, হাসিনা কেউ এর ব্যাতিক্রম নন, আর জেনারেল মঈন (অবঃ) তো কোন ছাড়!

নতজানু ও দুর্বলচিত্ত, চাটুকার জেনারেল মঈন (অবঃ) এর অনেক দোষ থাকলেও কোন প্রমান ছাড়া একজন প্রাক্তন সেনাবাহিনী প্রধানকে 'র' এর এজেন্ট হিসাবে অভিযুক্ত করা, উদ্দেশ্য প্রনোদিত অপপ্রচার এবং ছেলেমানূষী (!) ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতীয় বা অন্য কোন দেশের এজেন্ট হতে হলে, ভারত বা সেই দেশে যাওয়ার প্রয়োজন যে হয় না, তা 'ভেরি বেইসিক কমন সেন্স'। তাই জেনারেল মঈন (অবঃ) এর উল্লেখিত 'ভারত সফর' এর যুক্তি কোন 'ক্রেডিবল' যুক্তি নয়।

জেনারেল মঈন (অবঃ) বি, এন, পি'র সময়েই পদোন্নতি পেয়ে সেনাপ্রধান হন। ততকালীন বি, এন, পি' সরকার নিশ্চয়ই জেনারেল মঈন (অবঃ) এর 'ব্যাকগ্রাউন্ড

চেক’ না করে এই কাজটি করেন নাই! তত্বাবধায়ক সরকার এবং আওয়ামী লীগ সরকার আমলেও, জ়েনারেল মঈন (অবঃ) সেনাপ্রধান হিসাবে অনেক দিন দায়িত্ব পালন করেন।

তাই জ়েনারেল মঈন (অবঃ) কে ‘র’ এর এজেন্ট বলতে গেলে, উপরোক্ত তিন সরকার/প্রধান কেই ভারতীয় এজেন্ট বলতে হয়। আর যদি তিন সরকার/প্রধান এবং একজন সেনবাহিনী প্রধান যদি সত্যিই ভারতীয় এজেন্ট হন তাহলে আমরা কতটুকু স্বাধীন, সেই প্রশ্ন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের মনে আরো প্রশ্ন আসবে, এই অবস্থা থেকে আমরা কি ভাবে পরিত্রান পেতে পারি? এই দল গুলির বিকল্প কি?

একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন, আসলে এই ধরনের ঢালাও অপপ্রচারের উদ্দেশ্য কি? এই ধরনের অপপ্রচারের উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো প্রধান দুই দল’ই ‘ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট, সত্যিকারের দেশপ্রেমিক দল নয়’, এই ভূল ধারনা, সাধারন মানূষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। যাতে করে সাধারন মানূষের মনে হয়, দেশের স্বার্থে প্রধান দুই দলের উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না।

একই সাথে, এইসব অপপ্রচারকারীদের মতে, আর এক সাবেক সেনাপ্রধান (ভারতে জন্মগ্রহনকারী ও ভারতে ষ্টাফ কলেজ ট্রেনিং প্রাপ্ত), প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টি প্রধান এরশাদ’ও ভারতীয় এজ়েন্ট!! তা হলে ব্যাপারটা হলো এই যে, তাদের যুক্তি অনূযায়ী, দুই ভারতীয় এজেন্ট, যেই সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন,সেই সেনাবাহিনী’র উপর’ও তেমন ভরসা করা যায় না! এ দেখি ঠগ বাছতে গা উজার হয়ে যাচ্ছে!

তা হলে, এই অবস্থায় সত্যিকারের দেশপ্রেমিক দল কে হতে পারে, যার উপর ভরসা করা যায়, যারা ভারতীয় এজেন্ট নয়! হারাধনের ছেলের মত, শুধু বাকি রইল, জামায়াত এবং মৌলবাদীরা। অতএব, সাধু সাবধান!

পাদটিকাঃ ভারতীয় এজেন্ট’ লেবেলটি বাংলাদেশের সহজ সরল ধর্মপ্রান মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বহুকাল ধরে ব্যাবহৃত হয়ে আসছে। পাকিস্তানী জান্তাদের মতে সোহরয়ার্দী সাহেব ছিলেন, “ভারতের লেলিয়ে দেওয়া কুকুর”, আর বংগবন্ধু তো ছিলেন, আগরতলা ষঢ়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী!

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল, স্বাধীনতার পর এর ব্যাবহার আরো বেড়েছে। ভারতীয় এজেন্ট’ লেবেলটি পাকিস্তান আমলে তেমন কার্যকর সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও, স্বাধীন বাংলাদেশে পেরেছে!! বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে মেধাবী ও সৎ রাজনীতিবিদ, জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেব কে ভারতের দালাল হিসাবে প্রচার করে, বংগবন্ধু’র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় মোস্তাকের নেতৃত্তাধীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। ৭৫ এর ৭ই নভেম্বর, মোস্তাকের নেতৃত্তাধীন এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রই, তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ, নাজমুল হুদা ও এ, টি, এম হায়দার কে ভারতের দালাল হিসাবে প্রচার করে এবং হত্যা করে।

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ১ মে, ২০১০, সিডনী,
Victory1971@gmail.com